বাৎসরিক পর্যালোচনা

২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) ট্রাস্ট
হাসিনা ডি-প্যালেস, এ্যাপার্টমেন্ট # ৬/বি, বাসা # ৬/১৪, ব্লক-এ,
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

জানুয়ারি, ২০২২

সমাজ, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা

প্রতিবছরের ন্যায় ২০২১ সালেও বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তবে গত বছরও কোভিড-১৯ এর বহুমাত্রিক প্রভাব বিভিন্ন সামাজিক অনুশীলন, মিথস্ক্রিয়া ও প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনাচরণকে প্রভাবিত করেছে। বছরটিতে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের উর্ধ্বমুখী সংক্রমণ রোধে জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে লকডাউন দেয়া হয়। তবে এবারই প্রথম কুরবানির ঈদ উদযাপনের জন্য লকডাউন শিথিল করা হয় যা পরবর্তীতে আবারো বলবৎ করা হয় এবং কয়েক ধাপে বাড়িয়ে ১০ই আগস্ট-এ তুলে দেয়া হয়। ঈদকে সামনে রেখে এভাবে লকডাউন শিথিল করার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। বিগত ২০২০ সালের লকডাউনে যেভাবে সরকার ঘোষিত **'সাধারণ ছুটি'** এবং **'স্ব-নিয়ন্ত্রিত'** হয়ে মানুষ এক ধরনের 'গৃহবন্ধীত্বদ্ধ বা লকডাউনে আবদ্ধ ছিলো ২০২১ সালের অবস্থা অনেকটাই ঢিলেঢালা ছিলো।

গত ২০২১ সালের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলো স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে ঘিরে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে আবেগ ও ব্যাপক আগ্রহ ছিলো।

বিগত ২০২০ সালে করোনার কারণে ঈদ এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবের আয়োজনকে সংক্ষিপ্ত করা হলেও ২০২১ সালে তা ছিলো অনেকটা ভিন্ন। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে মানুষের স্ব-শরীরে অংশগ্রহণ ছিলো আগের বছরের থেকে তুলনামুলক বেশি। এছাড়া ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিতেও মানুষের সমাগম অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বরাদ্দের সাথে সাথে বেড়েছে উপকারভোগীর সংখ্যাও। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এর পরিমাণ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ রাখা হলেও চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় যা মোট বাজেটের ১৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩ দশমিক ১১ শতাংশ। এবারই প্রথম এই খাতের বাজেট লাখ কোটি টাকা ছাড়ালো।

বর্তমানে বয়স্ক ভাতা পান ৪৯ লাখ জন এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা পান ২০ লাখ ৫০ হাজার জন। তবে নতুন করে বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাচ্ছে আরো ৮ লাখ মানুষ এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা পাচ্ছে

আরো ৪ লাখ ২৫ হাজার মানুষ। এ ছাড়া অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৮ লাখ থেকে আরো ২ লাখ ৮ হাজার জন বাড়ানো হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতাও বিগত বাজেটের ১২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা প্রস্তাবিত হয়।

জাতিগত গণহত্যার শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদেরকে নিজ দেশ মায়ানমারে স্থানান্তরের বিষয়টির অগ্রগতি না হলেও ভাসান চরে স্থানান্তর দফায় দফায় অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের সরকার মোট এক লাখ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শুরু করার প্রথম থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বিরোধিতা করে আসছিলো। তবে গত ২০২১ সালে অবশেষে তারা ভাসানচরে কাজ করতে সম্মত হয় এবং জাতিসংঘ সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ৩ মাস। বিবিএস-এর ২০২১ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাড়িয়েছে ৭২ বছর ৯ মাস যা ২০১৯ সালে ছিলো ৭২ বছর ৬ মাস । পাশাপাশি মানুষের জীবনমানেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাধীন জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৯৯.৫ শতাংশ। বিগত ২০২০ বছরের তুলনায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৯১ লাখ ৮০ হাজার জন যা তার আগের বছর ছিলো ১১ কোটি ১৮ লাখ ৭৫ হাজার জন।

করোনার মধ্যে বিগত বছরের ন্যায় এবছরও বিয়ের আয়োজন অব্যহত ছিলো। লকডাউনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা, লোকসমাগম বা বড় ধরনের অনুষ্ঠান না করলেও লকডাউন শিথিল ও তুলে দেয়ার পর থেকে বিয়ের আয়োজন আবার স্বাভাবিক রূপে ফিরেছে। বাল্য বিবাহের বৃদ্ধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আগামী শিক্ষাবর্ষে ৭৭ লাখ বই কম ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

গত বছর বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২১ সালে শুধু ঢাকার দুই সিটিতে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে ৪ হাজার ৫৬৫টি বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়েছিলো অর্থাৎ প্রতি মাসে এক হাজার ১৪১টি। তার আগের বছর প্রতিমাসে এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪২ টি। অর্থাৎ ২০২১ সালে প্রতি মাসে বেড়েছ ৯৯টি বিচ্ছেদ। এর আগে ২০২০ সালে নারীদের পক্ষ থেকেই ডিভোর্স বেশি দেওয়া হয়েছিলো যার হার ছিলো ৭০ শতাংশ এবছর সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ শতাংশ।

করোনার কারণে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয় এবং দীর্ঘ আঠারো মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে তা খুলে দেয়া হয়। দীর্ঘদিন পর স্কুল-কলেজ খুলে দিলে শিক্ষার্থীদের মাঝে একধরনের উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির নিয়োগ পরীক্ষাও পুরোদমে শুরু হয় যার ফলে চাকরি প্রত্যাশিদের মাঝেও স্বস্তি ফেরে। করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাবালিক পরীক্ষা (এসএসসি, এইচএসসি) অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। তবে এবছর এই পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর জানা যায়নি।

দেশে স্বাক্ষরতার হার প্রায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫.৬ এ যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭৪.৭ শতাংশ; তবে স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও এখনো ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেয়ে। এছাড়া শিক্ষার মান নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন রয়ে গেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) জরিপে **'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২২'** এর তালিকায় দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এসেছে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট যথাক্রমে ৮০১-১০০০ এর মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও এবারই প্রথমবারের মত এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যথা ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের অবস্থান ১০০১-১২০০ এর মধ্যে। তবে সেরা ৫০০ এর মধ্যে কোনটির নাম না থাকায় এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট অবস্থান ও স্কোর জানায়নি প্রতিবেদনটি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের র‍্যাঙ্কিং-এ এগিয়ে আছে বাংলাদেশের কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ইউনিভার্সিটি অব পেনসেলভেনিয়ার ২০২১ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) "২০২০ টপ থিংক ট্যাংকস ওয়ার্ল্ডওয়াইড (ইউএস এ্যান্ড নন-ইউএস) বিভাগে ৯৪ তম স্থান অধিকার করেছে।

বিগত বছরটিতেও বাংলা একাডেমি যথারীতি অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১ আয়োজন করে। করোনা অতিমারীর কারণে নানা অনিশ্চয়তার পর ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ১৮ মার্চ থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১'। গত মেলায় মোট ২ হাজার ৬৪০ টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে যা তার আগের মেলার তুলনায় ২২৭৯ টি কম। বিগত ২০২০-এর মেলায় মোট বই বিক্রি ৮২ কোটি টাকার মাইলফলক ছুঁলেও ২০২১ গ্রন্থমেলায় মাত্র ৩ কোটি ১১ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়। প্রকাশকরা ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন বলে দাবি করে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারের প্রতি ১০০ কোটি টাকার বই কেনার অনুরোধ জানান। বছরটিতে কয়েকজন খ্যাতিমান লেখক মারা গেছেন তাদের মধ্যে স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকজয়ী প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল, কথাসাহিত্যিক ও লেখক বুলবুল চৌধুরী, একুশে পদক বিজয়ী লেখিকা রাবেয়া খাতুন উল্লেখযোগ্য।

ফ্যাশন এবং সৌন্দর্য চর্চায় এ বছর মানুষের আগ্রহ তেমন একটা দেখা যায়নি। তবে ২০২০ সালের তুলনায় গত বছরের নিত্য-নতুন পোশাক কেনার প্রবণতা বেশি ছিলো। এছাড়া, মানুষ বড় বড় শপিং মলের পাশাপাশি

অনলাইনে কেনাকাটা করেছে। কিছু অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রাহকদের মধ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি করতে দেখা গেছে। করোনা পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসার ফলে বছরের শেষের দিকে মানুষের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, হাত ধোয়া প্রভৃতি চর্চা হ্রাস পেতে দেখা গেছে। বিভিন্ন নকশার মাস্ক অন্যান্য কাপড়ের সঙ্গে ম্যাচিং করে ব্যবহার করা অব্যাহত ছিলো।

করোনার কারণে বিগত ২০২০ সালের ন্যায় ২০২১ সালেও পহেলা বৈশাখ ঘরে বসেই উদযাপন করতে বাধ্য হয় দেশের মানুষ। বছরটিতে করোনার কারণে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় লোকসংগীত উৎসব **'ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট'** স্থগিত করা হয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক লিট ফেস্টও হয়নি বছরটিতে।

গত বছরের শেষের দিকে পর্যটন খাত তুলনামুলকভাবে স্বাভাবিক হতে থাকে। তবে কক্সবাজারে পর্যটকদের নিরাপত্তা, অব্যবস্থাপনা ও অতিরিক্ত খরচের বিষয়টি পত্রপত্রিকায় ব্যপকভাবে প্রকাশিত হলে মানুষের মাঝে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শুরু হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান ছিলো। বছরটিতে তার আগের বছরের ন্যায় দেশের তরুন সমাজ দ্বারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করেতে দেখা গেছে। প্রথমদিককার করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য অর্থ তহবিল গঠন, চাঁদা উঠানো, মানুষের দূরাবস্থার কথা জানানোসহ নানাবিধ জনহিতকর কাজে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে তরুনরা। করোনা মহামারির মধ্যেও নিরবিচ্ছিন্ন ছিলো ইন্টারনেট সেবা।

গত বছরও বাংলাদেশের বিনোদন অঙ্গণে ছিলো করোনার প্রভাব। লকডাউনের কারণে বছরটিতে নাটক সিনেমাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে লকডাউন উঠে গেলে স্বাভাবিক কাজে ফিরেন সংস্কৃতিকর্মীরা। ২০২১ সালে সারা বছরে মুক্তি পেয়েছে মোট ৩২টি সিনেমা যা আগের ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সংখ্যার (১৬টি) দ্বিগুণ। এর মধ্যে কয়েকটি সিনেমা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া, বছরের বিভিন্ন সময়ে বিনোদন জগতের কয়েকজন কর্মীকে ঘিরে আলোচনা-সমালোচনায় সরব ছিলো নেট দুনিয়া।

সারা বছর পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যাত্রাগান, পালা গান বা কাওয়ালী গানের যেসব বড় আয়োজন হয় সেগুলি ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কিছুটা বেড়েছে। ওয়াজ মাহফিল ও বিভিন্ন পীরের আসরে বা দরগাহে ওরস-এর আয়োজনও ২০২০ সালের তুলনায় ক্রমবর্ধমান ছিলো।

ওটিটি প্লাটফর্ম, ইউটিউব এবং অনলাইনভিত্তিক কন্টেন্ট যথা মিউজিক ভিডিও, নাটক, স্বল্প-দৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উপভোগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মাঝে টেলিভিশনের তুলনায় ইন্টারনেটেই টিভি অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ

ব্যবহার করা যায় এমন টিভি সেটের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান ছিলো। ইন্টারনেটে মুলধারার সঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামিক ওয়াজ-মাহফিলের অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীতের চর্চার প্রবণতাও অব্যহত ছিলো।

বছরটিতে বিনোদন অঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ মারা গেছেন তাদের মধ্যে খ্যাতিমান অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামান, সারাহ বেগম কবরী, ফকির আলমগীর, মিতা হক উল্লেখযোগ্য।

গত ২০২১ সালে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গণে অর্জন ও হতাশা উভয়ই ছিলো। বছরটিতে ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি সংস্করণে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড পুরুষ দলকে হারিয়েছে বাংলাদেশ পুরুষ দল। দুই দলের বিপক্ষে এই সংস্করণে প্রথমবারের মতো সিরিজও জিতেছে বাংলাদেশ। এছাড়া এবার পুরুষ দলকে কোয়ালিফাই পর্ব পার করতে হলেও আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গাও করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে পুরুষ দল এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে উল্লেখযোগ্য অর্জন ছাড়াই ঘরে ফিরেছে যা দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের হতাশ করেছে। বাংলাদেশ পুরুষ দলের টি-টোয়েন্টি দক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠলেও গত বছর দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে বেশি ১১ টি (৪১ শতাংশ) ম্যাচ জিতেছে। এছাড়া, পুরুষদের ক্রিকেট দল অন্যান্য সকল দেশের পুরুষ ক্রিকেট দলের চেয়ে বেশি ৮টি (৬৭ শতাংশ) ওয়ানডে ম্যাচ জিতেছে এবছর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আরো তিনজন খেলোয়াড়ের সাথে সাকিব আল হাসান মনোনীত হয়েছেন আইসিসি বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার হিসেবে।

করোনার কারণে নারী ক্রিকেট দল খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও প্রথমবারের মত নারী বিশ্বকাপ খেলার টিকিট নিশ্চিত করেছে যা ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলে মেয়েদের অর্জনই বেশি দৃশ্যমান ছিলো বছরটিতে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল জিতেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে নারী ফুটবলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সাফল্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফুটবল প্রেমীদের। অলিম্পিকে এবারও পদকশুন্য বাংলাদেশ। বছরের শেষের দিকে কয়েকজন নারী ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনার মধ্যে গ্রাম এবং শহরে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় খেলা যেমন লুডু, দাবা, ক্যারাম খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। কিছু কিছু অঞ্চলের গ্রামগুলিতে মানুষ বিভিন্ন দোকানে ক্যারাম খেলেছে। অনেকে ডিজিটাল মাধ্যম অর্থাৎ মোবাইল ও ল্যাপটপের অ্যাপস ব্যবহার করে লুডু ও দাবা খেলেছে। কিছু কিছু মানুষ আবার ইন্টারনেট ব্যবহার করে দূরে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধবের সাথে লুডু, দাবাসহ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে সময় কাটিয়েছে। তবে, শিশু-কিশোরদের অতিমাত্রায় অনলাইন গেইম আসক্তি নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা গেছে।

নারী ও শিশু

© The Lawyers & Jurists

বিগত ২০২০ থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারীর প্রভাব ২০২১ সালেও বিদ্যমান ছিল দেশের নারী ও শিশুদের উপর। করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘ দেড় বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থির পরিমাণ। ঝরে পড়া এসব শিক্ষার্থিদের বেশিরভাগই স্কুলছাত্রী। বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব মতে সারাদেশে বাংলা মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেন স্কুল ছিল ৪০ হাজার। করোনার কারণে এই ধরনের ১০ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে এবং এ স্কুলগুলোর শতকরা ৫২ ভাগ শিক্ষার্থীই মেয়ে। আর এ কারণে স্কুল বন্ধ থাকার দরুন ঘটেছে বাল্যবিবাহ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্রাকের গবেষণায় দেখা যায়, দেশে করোনার কারণে বাল্যবিয়ে শতকরা ১৩ ভাগ বেড়েছে যা গত ২৫ বছরে সর্বোচ্চ। আবার আর্থিক সংকটের কারণে বাকী অনেক ছাত্রী পুনরায় স্কুলে ফিরে আসেনি।

২০২১ সালের মাঝামাঝিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় এবছর কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে ৩৮ শতাংশে উন্নিত হয়, যদিও এসব নারীর বেশিরভাগই শ্রমজীবী। প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা মাত্র ৭.৬ শতাংশ এবং উপসচিব থেকে সচিব পর্যায়ে এ সংখ্যা ১ শতাংশেরও কম। এছাড়াও দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যতগুলো খাত আছে তার প্রায় সবকটিতেই বিশেষ করে, কৃষি ও পোশাক শিল্প খাতে নারীর অবদান সবচেয়ে বেশী। দেশের রপ্তানী শিল্পে ৯০ ভাগই নারী শ্রমে অর্জিত। সম্প্রতি একটি বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি জরিপে দেখা যায়, দেশে প্রায় ১৬ হাজার ৭০০ নারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা রয়েছেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৫৪ হাজার জনবলের মধ্যে ২৮ হাজার (৫২ শতাংশ) নারী। দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান ২০ শতাংশ, তবে সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য ধরা হলে নারীর অবদান দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশ। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রয়োগ হচ্ছে আইনেরও, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ নারীর নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একে বলা হয় ভারসাম্য রক্ষাকারী বৈষম্য। প্রণয়ন করা হয়েছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১, যা কর্মজীবি নারীর জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল।

করোনা মহামারীর কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরেও আলাদা করে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়নি। তবে উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের সংখ্যা বাড়াতে বাজেটে 'বিশেষ' সুবিধার আওতায় এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে ব্যবসার মোট টার্নওভারের ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত রাখা হয়েছে। বাজেটে নারী উন্নয়নে দেশে উৎপাদিত ন্যাপকিনের সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক/ভ্যাট) অব্যাহতি

দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের সম্প্রসারণে বাজেট রাখা হয়েছে। দরিদ্র অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের জন্য ৫৩টি উপজেলায় চলমান মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম আরও ২০টি উপজেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল।যার মধ্যে প্রথমেই আসে বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী কর্তৃক এশিয়ার নোবেল খ্যাত র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার লাভ। এছাড়াও বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অবদানের জন্য এশিয়ার শীর্ষ ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় জায়গা করে নেন বাংলাদেশের তিন নারী বিজ্ঞানী-ফেরদৌসী কাদরী, সালমা সুলতানা ও সায়মা সাবরিনা। মার্কিন বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বস-এর ২০২১ সালের বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীদের তালিকায় ৪৩ নম্বরে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও ফুটবলেও বাংলাদেশের নারীদের অর্জন ছিলো উল্লেখ করার মতো। এ বছর বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো জায়গা করে নেয় নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে।তাদের সাফল্যের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে জাতীয় দলের নারী ক্রিকেটারদের বেতন। বছরের শেষের দিকে এসে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ ফুটবল- ২০২১ এ ভারতকে ফাইনালে ১-০ গোলে পরাজিত করে জাতিকে অপরাজিত চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা উপহার দেয় নারী ফুটবলাররা যা সারাজাতি বিজয়ের মাসে বিশেষ অর্জন বলে মনে করে।

তবে বছরটির নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্রও ছিলে লক্ষনীয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর- এই ৯ মাসে পারিবারিক সহিংসতায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে মোট ৫২৭টি এবং এর মধ্যে মামলা হয়েছে মাত্র ৪৩ শতাংশ (২২৮টি) ঘটনায়, বাকি ২৯৯টি ঘটনায় কোনো মামলাই হয়নি। বছরের মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বের যেসব দেশে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বেশি, সেসব দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান চতুর্থ। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, করোনাকালে দেশে ২৩ শতাংশ নারী কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যেটি আবারো মনে করিয়ে দেয় দেশে নারী উন্নয়ন কিছুটা ত্বরান্বিত হলেও নিশ্চিত হয়নি নারীর অধিকার।

বৃদ্ধা নারীদের জন্য এ বছরও তেমন কোনো ইতিবাচক ঘটনা ঘটেনি বরং বেশ কিছু সংবেদনশীল ঘটনা সারা বছর ঘটেছে। অনেক ধনী পরিবারের সন্তানরা তাদের বৃদ্ধ মাতার ভরন পোষণ বা যত্ন করতে অস্বীকার করেছে। আর এ কারণে দিন দিন বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুনীদের মধ্যে কোভিডের কারণে পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করতে হয়।একটি মানবিক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা সকলের থাকলেও তা এখনো অনেক দুর বলে বলা যায়।

এ বছরও কয়েকজন নারী এমপি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া ইউপি চেয়ারম্যান এবং মেম্বার হিসাবে অনেক নারী নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় পর্যায়ে ইউওএনও, ডিসি এবং পুলিশ সুপার হিসাবে অনেক নারী পদায়ন পেয়েছেন। কিছু নারী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বাংলাদেশ এখন আনন্দ ও গর্বের সাথে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি হিসেবে দেশটির যাত্রা শুরু হলেও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে।

দেশটি ইতিমধ্যেই (২০২১ সালের নভেম্বরে) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর কাছ থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে এবং মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকের সমস্ত নির্ণায়ক পূরণ করে ২০২৬ সালের মধ্যে সফলভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ (৬ষ্ঠ) এবং দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ গত এক দশক ধরে গড়ে জিডিপির ৬ দশমিক ৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩৭তম (নমিনাল) এবং ৩১তম (পিপিপি) স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (২০২১) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ৪১১ (নমিনাল) বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় হলেও রপ্তানিতে প্রথম, ধান ও আলু উৎপাদনে যথাক্রমে তৃতীয় ও ষষ্ঠ, সবজি ও মাছ উভয় উৎপাদনে তৃতীয়, কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, আম ও পেয়ারা উভয় উৎপাদনে অষ্টম, ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ, ছাগলের দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয়, চা উৎপাদনে নবম, গবাদিপশু পালনে দ্বাদশ, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয় এবং জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে এখন বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮৬ ভাগই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশে পৌঁছেছে, যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৫.২৪ শতাংশ যদিও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ (বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ)। ২০২০-২১ অর্থবছরটিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিগত অর্থবছরের তুলনায় বেশি হওয়ায়, দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের উন্নতি হয়েছে। গত অর্থবছরে (২০১৯-

২০) মাথাপিছু আয় ছিল ২০৬৪ মার্কিন ডলার যা ২০২০-২১ অর্থবছরটিতে মাথাপিছু আয় ২৫৫৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো, প্রধানত সেবা, শিল্প ও কৃষি খাত মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে যথাক্রমে ৫১ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ৩৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ এবং ১৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫১ দশমিক ৪৮ শতাংশ, ৩৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপির শতাংশ হিসেবে দেশে এখন মোট খরচ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ, মোট জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩০ দশমিক ৩৯ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৩০ দশমিক ১১ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৯ দশমিক ৩২ শতাংশ (ব্যক্তি খাত ২১ দশমিক ২৩ শতাংশ + সরকারি খাত ৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ), যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩১ দশমিক ৭৫ শতাংশ (ব্যক্তি খাত ২৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ + সরকারি খাত ৮ দশমিক ১২ শতাংশ)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের (জুলাই ২০২১) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরটিতে মোট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৪ দশমিক ১৭ শতাংশ বেশি এবং বিশ্বের ০ দশমিক ২৯ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বিশ্বের ২ দশমিক ১১ শতাংশ। বিআইএসআর মনে করে, বাংলাদেশে আরও অধিক পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে, যদি ব্যবসায় এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

২০২০-২১ অর্থবছরে, মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ দশমিক ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১২ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেশি এবং মোট আমদানির পরিমাণ ৬১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১০ দশমিক ০৯ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভের (মার্চ, ২০১৭) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৬৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন (পুরুষ ৪৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন এবং মহিলা ২০ মিলিয়ন) শ্রমশক্তির মাঝে ২ দশমিক ৭ মিলিয়ন জনবল বেকার রয়েছে, যা মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (জুন ২০২১) এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেকারত্বের হার প্রায় ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরটিতে ছিল ৪ দশমিক ২০ শতাংশ। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব বেকারত্ব (৩৬.৬% বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকধারী বেকার) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা, তথাপি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেকারত্ব কমানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিকল্পনা নেই।

"বিআইএসআর-এর পরামর্শ হলো, বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সৃজনশীল পরিকল্পনা এবং বাস্তাবায়নযোগ্য কৌশলগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।"

বিআইডিএস-এর মতে, কোভিড-১৯ এর কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ (প্রায় ১.৬৪ কোর) নতুন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২০ সালের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরটিতে বাংলাদেশে দরিদ্র্যের হার ছিল ১৮.০৬% যা ২০০০-০১ অর্থবছরে ছিল ৪৯.৯%। অর্থাৎ, কোভিড-১৯-এর পূর্বে, ২০০০- ০১ অর্থবছরটি থেকে বাংলাদেশে দরিদ্র্যের হার প্রতি বছর গড়ে ১.৬২% হারে কমেছে। সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি হলেও সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে ধনি শ্রেণির সংখ্যা দ্রুত বাড়ার ফলে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে ১৭ হাজারের ও বেশি নতুন কোটিপোতি যোগ হওয়ায়, সামাজিক খাতে উন্নয়ন সত্ত্বেও, বাংলাদেশে আয়বৈষম্য প্রকট ।

প্যারিস স্কুল অফ ইকোনমিক্সের ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব-এর বিশ্ব বৈষম্য রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, ৫০% দরিদ্র মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র ১৭.১%, প্রথম ১০% শীর্ষ ধনী ব্যক্তিরা দেশের মোট আয়ের ৪২.৯% আয় করেন এবং শীর্ষ ১% ধনী আয় করে দেশের মোট আয়ের ১৬.৩%। যদিও মোট জিডিপি এবং মোট জাতীয় আয় গত এক দশক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর সুবিধা সমানুপাতিক হারে ভোগ করতে পারেনি। ইউএনডিপির ২০২০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গিনি সূচকের পয়েন্ট ০ দশমিক ৪৭৮। কোনো দেশের এই স্কোর ০ দশমিক ৫০ এর ঘর পেরোলেই উচ্চ বৈষম্যের দেশ হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের (জুন ২০২১) তথ্য অনুযায়ী, সরকারের অতিরিক্ত কর আরোপের ফলে বিগত অর্থবছরের মতো ২০২০-২১ অর্থবছরটিতে সঞ্চয়পত্রের প্রতি জনগণের আগ্রহ কমেছে। ঋণের অতিরিক্ত বোঝা থেকে বাঁচতে এবং সঞ্চয়পত্রের ওপর চাপ কমাতে বাড়তি কর আরোপ করেছে সরকার।

২০২০-২১ অর্থবছরটিতে, গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ যা বিগত অর্থবছরটিতে ছিল ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। যদিও অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে আছে বলে মনে হচ্ছে, তথাপি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষ করে ভোজ্য তেল, চাল, ডিজেল, পেঁয়াজ, আলু, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই), এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ছিল বহুল আলোচিত।

পোশাকশিল্পের পর পাট এবং চামড়া বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পের মধ্যে অন্যতম। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা করার ফলে, শিল্পদ্বয়ের তেমন কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি, বরং প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিককে অবসরে পাঠানোর প্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছে সরকার। এর মধ্য দিয়ে মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল যুগের অবসান ঘটল। পূর্ববর্তী বছরগুলোর

মতো, পবিত্র ঈদুল আজহার পূর্বে সরকার কর্তৃক কুরবানির পশুর চামড়ার দাম বেঁধে দেওয়া হলেও বেশিরভাগ চামড়া নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে সাধারণ জনগণ।

বিশ্ব মন্দায় অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, আমদানি ও রপ্তানিতে স্থবিরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, এবং ক্রমবর্ধমান দরিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের জন্য এমন একটি বাজেট তৈরি করা ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো, চলতি অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে বরাবরের মতো বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ০৩ হাজার কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের (২০২০-২১) তুলনায় ৮ দশমিক ০৬ শতাংশ বেশি এবং মোট জিডিপির ১৭ দশমিক ২৮ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেট ২ লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৯ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং ঘাটতি বাজেট ২ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। বরাবরের ন্যায় এবার ও বাজেট প্রস্তুতির পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি, যদিও দীর্ঘদিন ধরে বিআইএসআর চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব দিয়ে আসছে। চাহিদাভিত্তিক বাজেট তৈরি না হওয়ার ফলে অর্থ অপচয়ের বা অব্যবহৃত থাকার সুযোগ থেকে যাচ্ছে, যা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ তা নিয়ে মাঝেমধ্যে আলোচনা করলেও এটা শুধু আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য অর্থ পাচার (প্রকৃত অর্থে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার) এবং খেলাপি ঋণ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে পর্যন্ত মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ , ১৬৮ কোটি টাকা যা ২০২০ সাল থেকে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গেণ্টাবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই ২০২১) বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত ৬ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪৯ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, বিশেষ করে ২০১৫ সালে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়েছে। প্রতি বছর বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৮% কোনো না কোনোভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে যা বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসছে।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রণালয় ২০২১-এর মতে, সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি সাহায্যের (যেমন অনুদান এবং ঋণ) ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমেছে। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় বিদেশি সহায়তায় অনুদানের পরিমাণ কমে ৫ দশমিক ৯৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ১৯৭১-৭২ অর্থবছরটিতে ছিল সর্বোচ্চ প্রায় ৮৪ থেকে ৮৬ শতাংশ ।

রেমিট্যান্সকে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের (জুন, ২০২১) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরটিতে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২৪ দশমিক ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এ যাবত সর্বোচ্চ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ দশমিক ২২ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৪৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরটিতে ছিল ৩৬ দশমিক ০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ এখন দশ মাস পণ্য আমদানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় (সর্বনিম্ন তিন মাসের আমদানির সক্ষমতা) ৩ গুনেরও বেশি। বিএমইটির (নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) তথ্য অনুসারে, মোট ৪৮৫৮৩৯ জন শ্রমিক (নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৬৮,৫৭৯) বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গিয়েছে কর্মসংস্থানের জন্য, যা বিগত অর্থবছরটিতে ছিল ২১৭৬৬৯ (নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২১,৯৩৪)।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপির ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৫টি দেশের মধ্যে দুই ধাপ এগিয়ে ১৩৩তম। বিগত বছরের মতো দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। অগ্রগতি সত্ত্বেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৯-২০ অর্থবছরটিতে দেশে ই-কমার্স ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার ছিল ১৬৬ দশমিক ১৬ বিলিয়ন টাকারও বেশি, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৭০ বিলিয়ন টাকা। গত পাঁচ বছরে দেশের ই-কর্মাস ব্যবসার প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩০ গুণ। ই-কমার্স ব্যবসা এবং অনলাইন কেনাকাটা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠতেছিলো কিন্তু ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা এবং রিং-আইডিসহ বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে সারা বছর ধরে ব্যাপকভাবে আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হওয়ার ফলে এখন অনলাইন কেনাকাটার প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। ফল স্বরূপ দেশটি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের আইসিটি পণ্য রপ্তানি করেছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা করেছে।

ডিজিটাল আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম পথিকৃৎ এবং বিশ্বে দ্বিতীয়। এই সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিনির্ভর আউটসোর্সিং খাতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিয়মিত কাজ করছে প্রায় অর্ধ

মিলিয়নেরও বেশি যুবক। আঙ্কটাডের ডিজিটাল অর্থনীতি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সাল থেকে আউটসোর্সিংয়ে প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রায় ১০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করছে।

কোভিড-১৯ মহামারী, ৩১টি জেলায় বন্যা, ইয়াসসহ ১৫টি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির গতি শুধু ইতিবাচকই নয়, বরং উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির হারও বজায় রেখেছে।

রাজনীতি

©IDS

বছরটিতে একদিকে কভিডের পীড়ন আবার অন্যদিকে রাজনীতির গতানুগতিক টানাপোড়ন অব্যাহত ছিল। মাঠের প্রধান বিরোধী দল সারা বছর অব্যাহতভাবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সে দলের নেতার মুক্তির দাবী এবং বছর শেষে বিদেশে তার চিকিৎসার দাবী অব্যাহত রাখে। তবে এ বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিদেশে বসে বিভিন্ন রকমের ভার্চুয়াল রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। বিভিন্ন কারণে আস্তার সংকটের অভাবে দলটি এবং অনেকটা নিষ্ক্রিয় জোট তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বছরের শেষের দিকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছুটা গতি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বছরের শেষে কিছু পুলিশ কর্মকর্তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা রাজনীতিতে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সরকারের পদক্ষেপ এবং কুটনীতি তাৎক্ষণিক ধাক্কা সামলাতে সক্ষম হয়। সরকার তিনটি আর্থিক পরাশক্তি তথা চীন, ভারত এবং আমেরিকার লবি অনেকটা ভারসাম্যপূর্ণভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আন্দোলন করতে গিয়ে বছরটিতে তেমন কোনো হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি। সরকারের নানা বিষয়ে ব্যর্থতা থাকলেও বিরোধী দলগুলো তা তেমন কাজে লাগাতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলো তেমন কোনো উদ্ভাবন দেখাতে পারেনি। ক্ষুদ্র দলগুলোর বড় বড় নেতা কিছু কিছু গরম বক্তব্য দিয়েছে কিন্তু মাঠ গরম করতে পারেনি। দেশ থেকে দলের দাবী কখনো কখনো প্রধান বলে মনে হয়েছে। সাধারণ মানুষ এ রাজনীতির প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাননি। বছরের শেষের দিকে স্কুল ছাত্রদের আন্দোলন ছিল অরাজনৈতিক কিন্তু কিছুটা আলোচিত। তাদের সে আন্দোলন থেকে বিরোধী দলগুলো তেমন কোনো ফায়দা নিতে পারেনি।

রাজনৈতিক দল হিসাবে এ বছর দু'য়েকটি দলের বিকাশ ঘটেছে যেমন, ড. রেজা কিবরিয়া এবং নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদ' নামক একটি দল এবং মেজর জেনারেল (অবঃ) আমিনের

নেতৃত্বে 'নৈতিক সমাজ' নামক আরো একটি ক্ষুদ্র দল তৈরী হয়েছে। এ ছাড়া বিএনপির জোট ত্যাগ করেছে দু'টি ইসলামী দল। সরকারী ১৪ দলীয় জোটে কিছু কিছু টানাপোড়ানের লক্ষণ মাঝে মাঝে দেখা গেলেও তাতে তেমন কোনো ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা যায়নি। সুধী সমাজের দু'একজন নেতা মাঝে মাঝে গরম রাজনৈতিক বক্তব্য দিলেও সরকারী দলকে তেমন কোনো মূল্য দিতে হয়নি। রাজনীতির মাঠে নতুন কোনো মেরুকরণ দেখা যায়নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমন উপলক্ষে কিছু কিছু স্থানে প্রতিবাদ এবং সহিসংসতা ঘটে বিশেষ করে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিসংসতা ঘটে। শেষ পর্যন্ত তা দীর্ঘস্থায়ী কোন রূপ নেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা সারা বছর কম বেশি অব্যাহত ছিল। তা নিরসনে সরকার তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

সরকারের কিছু কিছু ব্যর্থতা নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি বা এলিট শ্রেণী আলোচনা করলেও তা সরকারের নীতি বা কৌশলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বছরটিতে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তাতে বড় রকমের ধ্বস নামার মতো কোনো ঘটনা দেখা যায়নি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে আগের চেয়েও আরো বেশি রাজনৈতিক কৌশলী মনে হয়েছে। উন্নয়নকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চালিয়ে নিতে দেখা যায়।

বছরের শেষে জনক্ষোভের মুখে ডা: মুরাদ হাসানের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ একটি আলোচিত বিষয় ছিল। এ ছাড়া আরো দু'য়েকজন মন্ত্রীর ব্যর্থতা সারা বছর কিছু না কিছু আলোচনায় ছিল। তবে তার জন্য কাউকে এ বছর পদত্যাগ করতে হয়নি।

বছরটিতে সংবিধানের কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে তেমন কোনো আইনও প্রণয়ন করা হয়নি। বছরটিতে কোনো বড় ধরনের হরতাল বা অবরোধ ছিলনা। সরকার এবং বিরোধী পক্ষ মোটামুটি সংযত আচরণ করার ফলে তাতে তেমন কোনো রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়নি। **কিছু কিছু সময় কিছু বিষয় নিয়ে রাজনীতির মাঠে উত্তাপ থাকলেও তা তেমন কোনো বড় রকমের প্রভাব ফেলতে পারেনি।**

বছরের শেষ দিকে এসে হিন্দুদের পূঁজাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, কয়েকজন হিন্দু ব্যক্তি নিহত হয়েছেন, বেশ কিছু ব্যক্তি আহত হন। বেশ কিছু ঘরবাড়ী বিধ্বংস্থ হয় যা সরকার নিজ উদ্যোগে মেরামত বা নির্মাণ করে দেয়। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিঘ্ন করেছে।

মন্ত্রী সভার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। রাজনৈতিকভাবে এ বছরটি ছিল বিগত বছরের মতো অনেক সাদামাটা।

২০২১ সালেও বিগত বছরগুলোর মত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নকারী ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। বছরটিতে গতানুগতিক অপরাধ যেমন- খুন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, সাইবার অপরাধ, ডাকাতি, মাদক চোরাচালান, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, রাজনৈতিক সহিংসতা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, অর্থপাচার, সাংবাদিক নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, অপহরণসহ ইত্যাদি ঘটনাবলি অব্যাহত ছিল। এ বছরেও অপরাধের ধরন ও কৌশলে কিছুটা নতুনত্ব লক্ষ করা গিয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে এ বছর বাংলাদেশে অপরাধের হার প্রতি লক্ষে ৬৩.৯ শতাংশ বলে জানা যায়।

©The News Minute

বছরটিতে হত্যাকান্ডের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে খুনের মামলা ছিল ৩৪৮৫ টি যা এ বছরে ৩৪৫৮ টি হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়াও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশে হত্যার হার প্রতি লক্ষে ২.৫০ শতাংশ বলে জানা যায়।

এ বছরে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ও গবেষণায় ওঠে এসেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছর নভেম্বর এর মধ্যে কমপক্ষে ১২৪৭ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ দায়ের করেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২০ সালে নারীর ওপর সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল ৩৪৪০টি; যা ২০২১ সালে নভেম্বর মাসেই বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪৫৪। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১,৭৮৯ টি ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যা আগের অর্থবছরে ছিল ১৮,৫০২টি। সে হিসেবে বলা যায় এ অর্থবছরে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে ১৭.৭৬ শতাংশ। এর মাঝে ২০২০-২১ অর্থবছরে ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৭,২২২টি যা আগের অর্থবছরে ছিল ৫,৮৪২টি এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ১৪,৫৬৭টি যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ১২,৬৬০টি। এছাড়া বছরটির শেষে ঢাকার এক গৃহবধূ স্বামী ও শিশুসন্তানসহ পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে বেড়াতে এসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগটি ছিল বহুল আলোচিত।

এছাড়া বছরটিতে অনলাইন সম্প্রসারণের সাথে সাথে নারীরা এ ব্যবসায়ে ব্যাপকভাবে জড়ায় এবং অধিকাংশ ভালোভাবে তা পরিচালনা করে। আবার যে সব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা করেছে তার প্রায় সব কয়টিতে কোনো না কোনো নারী সদস্যকে জড়িত করা হয়েছে। টাকা পাচারের যেসব ঘটনা ঘটছে সেখানে পরিবারের নারী সদস্যকে জড়িত করা হচ্ছে। মাদক পাচার, অর্থ পাচার ইত্যাদির মতো ঘটনায় নারীর সম্পৃক্ততা আগের

তুলনায় বেশি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং নারী বহুবিধ সামাজিক সংকটে জড়াচ্ছে। নারী ও শিশু পাচার এমনকি এই করোনা কালেও বন্ধ হয়নি তবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বছরটিতে সাইবার অপরাধের মাত্রা ছিল লক্ষণীয়। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ ফাউন্ডেশন) এর গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে সাইবার অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৫৬.৫৫ শতাংশ নারী ও ৪৩.৪৫ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষা বোর্ডের তথ্য চুরি, গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, নারী পুলিশের আপত্তিকর ছবি ছড়ানো, অনলাইনে প্রশ্নপত্র ফাঁস, অনলাইনে জঙ্গিবাদ প্রচার, অনলাইনে জুয়া খেলাসহ নানা প্রকার সাইবার অপরাধের ঘটনা বছর জুড়েই পরিলক্ষিত হয় । এছাড়াও অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে প্রতারণা, যৌন হয়রানির পাশাপাশি আরো নতুন ধরনের অপরাধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বর্তমানের অন্যতম জনপ্রিয় অ্যাপ টিকটকে কাজ করার প্রলোভন দেখিয়ে এক যুবক নারী পাচারের অপরাধ করে আসছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

২০২০-২১ অর্থবছরে ৩২১টি ডাকাতি, ১০৪৮টি রাহাজানির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যা আগের অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৩৩৬ ও ৯১৯টি। সুতরাং ২০২০-২১ অর্থবছরে ডাকাতির ঘটনা সামান্য কমলেও বেড়েছে রাহাজানির ঘটনা। মাদক সেবনের ব্যাপকতা এ বছর জুড়েও অব্যাহত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর এলএসডি মাদক এবং এই মাদক সেবন ও সরবরাহকারীদের একাধিক ফেসবুক গ্রুপের সন্ধান পেয়েছে বলে জানা যায়।

চাঁদাবাজি এবং প্রতারণায়ও বিভিন্ন কৌশল অব্যাহত ছিল। পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) এর ভুয়া পরিচয়ে চাঁদাবাজি, চাকরির নিয়োগে প্রতারণা, ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী পরিচয় দিয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে চাঁদা দাবি করার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ই-কমার্স ব্যবসা ও অনলাইন মার্কেট প্লেস যেমন-ইভ্যালি, আলেশা মার্ট, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা এবং রিং-আইডিসহ বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগগুলো ব্যাপকভাবে আলোচনায় ছিল।

সারাবছরই কোন না কোন রাজনৈতিক সহিংসতা, অস্থিরতা ও হানাহানির ঘটনা ঘটেছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ঘিরে নির্বাচন কমিশন (ইসি) নানা পদক্ষেপ নিলেও বিভিন্ন জেলায় প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, প্রার্থীর বাড়িতে গুলিবর্ষণসহ বেশকিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও সশস্ত্র লোকদের একটি অজ্ঞাত গোষ্ঠীর গুলিতে রোহিঙ্গা মানবাধিকার কর্মী মহিবুল্লাহ নিহত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা রেখে গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে বছরটিতে কোনো বড় ধরনের হরতাল বা অবরোধ ছিলনা।

এ বছর অধিক মাত্রায় হামলা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে যা সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি। বছরটিতে দুর্গা পূজা উৎসবের সময়ে পূজামন্ডপে একটি কুরআন শরীফ রাখাকে কেন্দ্র করে পূজামন্ডপ, মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ শ্যামাপূজার দিন দীপাবলী উৎসব বর্জনের ঘোষণা দেয়, যদিও সরকার সহিংসতার জন্য দায়ীদের গ্রেপ্তার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম ১১ মাসের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৮৪ টি বাড়িতে হামলা, ২০৩ টি পূজামন্ডপে ভাংচুর ও ৩০১ জন আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও অর্থ পাচারের ঘটনা অব্যাহত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের ১৮ শতাংশই কোন না কোনভাবে পাচার হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে রাশিয়ায় বসে তিন বাংলাদেশী দুটি ওয়েবসাইট খুলে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে সারাদেশ থেকে প্রতি মাসে প্রায় ১০ কোটি টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনা প্রকাশিত হয়।

সাংবাদিক নির্যাতনের সংখ্যা ও মাত্রা এ বছর ছিল উল্লেখযোগ্য। এক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এ বছরের প্রথম ১১ মাসে ১৯৮ সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হামলা-মামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এক সাংবাদিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। পুলিশ হেফাজতে গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে সাংবাদিক মোশতাক আহমেদ এর মৃত্যু বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। দৈনিক প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রোজিনা ইসলামকে কথিত নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনাটিও তীব্রভাবে নিন্দিত হয়।

বছরটিতে বিচার ব্যবস্থায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা, সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার মামলা এবং আবরার ফাহাদ হত্যা মামলা, কাকরাইলে জোড়া খুনের মামলা, ব্লগার দিপন ও অভিজিৎ হত্যা মামলা, জুলহাস-তনয় হত্যা মামলাসহ আর কিছু চাঞ্চল্যকর মামলায় রায় দেওয়া হয় যা আদালতের প্রতি জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও জনগণের চাহিদা বিবেচনায় ভূমি মন্ত্রণালয় "ভূমি ব্যবহার আইন" এবং "ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন আইন" প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই আইনে জনগণের ভূমি রক্ষার বিষয়গুলো সমন্বয় করার চেষ্টা করা হবে বলে জানা যায়। তবে বছরটিতে সংবিধানের কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। এছাড়াও ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে নিষ্পত্তি বাড়ায় বছরটিতে গত বছরের তুলনায় মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে।

এ বছর বাংলাদেশ পুলিশ তার ভাবমূর্তি বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষপ গ্রহণ করেছে। বছরটিতে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগে অধিকতর যোগ্যদের বাছাই করার জন্য যুগোপযোগী এবং নতুন পদ্ধতি ও নীতিমালা অবলম্বন করা হয়। তবে ভূমিহীন হওয়ায় কন্সটেবল পদে নিয়োগ না পাওয়ার কয়েকটি ঘটনা বেশ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ইউনিট গঠন প্রক্রিয়া এ বছরেও অব্যাহত রয়েছে। পুলিশের সামগ্রিক কর্মকান্ড, প্রোঅ্যাকটিভ পুলিশিংয়ের উপযোগী এবং সাধারণ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ সমস্যা ও সমাধানের কথা তুলে ধরে বাংলাদেশের উপযোগী করে বাংলাদেশ পুলিশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বছর একটি নিউজ পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সদর দফতরসহ প্রত্যেকটি ইউনিটে ফেসবুক পেজ খুলে সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করে সেবা প্রদানের বিষয়টি জনগণের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ বছরেও ৯৯৯ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বেশ গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণসহ নানা প্রকার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া করোনাকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় করোনায় আক্রান্ত রোগী পরিবহন ও করোনায় মৃত লাশের দাফন কাজে নিয়োজিত থেকে বাংলাদেশ পুলিশ ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কৃষক ও শ্রমিক

বাংলাদেশের সর্বশেষ কৃষিশুমারি ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট খানার পরিমান ৩ কোটি ৫৫ লাখ। যার মধ্যে কৃষি খানার সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লাখ । এ তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সর্বমোট কৃষি খানার সংখ্যা অর্ধেকেরও কম এবং তা দিন দিন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও জমি নেই এমন খানার সংখ্যা ৪০ লাখ ২৪ হাজারটি এবং অন্যের জমির উপর নির্ভরশীল এমন খানার সংখ্যা ৬৭ লাখ ৬৩ হাজারটি। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান নির্ণিত হয়েছে ১৩.২৭ শতাংশ যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১৩.০২ শতাংশ। কারণ শিল্পখাতে বছরটিতে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং কৃষিখাতে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে বিভিন্ন প্রতিকুলতার মাঝেও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

২০২১ সালটিতে কোভিড ১৯ অতিমারীর কারণে উদ্ভূত বাজার পরিস্থিতি কৃষি খাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। কিন্তু এই করোনা মহামারির প্রকোপের মধ্যেও মে ২০২১ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি হয়েছে ৭৬ শতাংশ। এ অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে ১৮% বেশি। এই হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি হয়েছে। এছাড়া এ বছরের কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণায় একটি

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হল **"পঞ্চব্রীহি ধান"** আবিষ্কার। মৌলভীবাজারের জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী এই ধানের জাত আবিষ্কার করেছেন।

এ বছর প্রাকৃতিক দূর্যোগ তথা বন্যার কবলে ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে নিমজ্জিত ছিল দেশের ১৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এতে আমন ধান ও বিভিন্ন সবজির ক্ষতি হয়েছে। চলতি বছরে সিংড়া অঞ্চলে কিছু এনজিওর পৃষ্ঠপোষকতায় চাষীরা গ্রিন হাউজ তৈরি করে সারা বছর শীতকালীন সবজি টমেটো, গাজর, কফি ইত্যাদি উৎপাদন করেছে। নাটোরের সিংড়া এবং বগুড়ার নন্দীগ্রামের অংশবিশেষে বন্যা পরবর্তী ফসল উৎপাদনে অসাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে উদ্ভূত শ্রমিক সংকট ও অর্থ সংকটের কারণে কৃষকেরা পাকা ধান কাটতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় কৃষকদের কষ্ট লাঘবের জন্য দেশের কিছু জায়গায় ছাত্ররা এগিয়ে আসে। ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও কৃষক লীগের নেতাকর্মীরা কৃষকদের ধান কেটে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়।

বছরটির শেষের দিকে ডিজেলের দাম বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কৃষিখাতের উপর। দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ ডিজেল ব্যবহৃত হয় পরিবহন ও কৃষি খাতে। যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন খরচের অনেকাংশ ডিজেলের উপর নির্ভর করে বিধায় এ বছর রবি মৌসুমে বাড়তি খরচের যোগান দিতে হয়েছে কৃষকদের। করোনা পরিস্থিতি ও বন্যার আকস্মিক ক্ষতি মোকাবেলার জন্য কৃষক সংগঠনগুলো সরকারের কাছ থেকে আর্থিক প্রণোদনা ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের দাবিতে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। জানা যায় যে, জমি সংক্রান্ত নীতিমালার জটিলতার কারণে ভুমিহীন কৃষকসহ নারী কৃষকেরাও প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বর্গাদারেরাও এ সুবিধার আওতায় ছিল না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কৃষকেরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধে সরকারের ভুমিকা বাড়ানোর দাবি জানান।

বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবী অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে অসহায় কৃষকদের জমির মাটি কেটে নিয়ে ফসলের জমি নষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তীতে সে মাটি ব্যবহৃত হয়েছে ইট ভাটায়। এছাড়া ফসলি জমির উপর গড়ে ওঠা ইটের ভাটার ধোঁয়ায় কৃষকদের প্রচুর ধান নষ্ট হয়। এ বছর কৃষকেরা সংঘবদ্ধভাবে স্থানীয় সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। এছাড়া এ বছর সরকারের ধানচাল ক্রয় কার্যক্রম বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান সিন্ডিকেটের কারণে তেমন সফল হয়নি। বিশেষ করে কৃষক প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী মনোনীত লোক নিয়োগ দিতে দেখা যায়।

এছাড়াও কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা গেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষি উৎপাদিত পণ্যের মুল্য হ্রাস এবং কৃষি উপকরণের মুল্য বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়ে কৃষকদের যুগপৎ আন্দোলন। করোনার কারণে আকস্মিক উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলাফল স্বরূপ বিভিন্ন কৃষি পণ্য যেমন টমেটো, বেগুন, মুলা প্রভৃতির বাজারজাতকরণ না করতে পেরে কৃষকেরা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বছরটিতে কোভিড ১৯ অতিমারীর কারণে পোশাক শিল্পে সংঘটিত ক্ষতির পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কম। চলতি অর্থ বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৪ শতাংশ বেড়েছে। বিজিএমইএর তথ্যমতে, করোনার প্রথম ঢেউয়ে বিশ্বব্যাপী ক্রেতারা ৩১৫ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের পোশাকের অর্ডার বাতিল ও স্থগিত করেছিল। যার প্রভাব পড়েছিল প্রায় ১ হাজার ১৩৬ টি কারখানার ওপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮২.১৯ শতাংশেই অবদান রেখেছে পোশাক খাত। এ সময় বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে মোট ১১.০২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। ২০২১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে যুক্তরাষ্ট্রে ১.৯১ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এ ছাড়া জার্মানিতে ১.৫ বিলিয়ন ডলার, বৃটেনে ১.০৪ বিলিয়ন ডলার, স্পেনে ৬৯৪ মিলিয়ন ডলার, ফ্রান্সে ৪২১ মিলিয়ন ডলার, ইতালিতে ৩০৯ মিলিয়ন ডলার, নেদারল্যান্ডে ৩১৫.৪৮ মিলিয়ন ডলার, কানাডায় ২৮৫.০৪ মিলিয়ন ডলার এবং বেলজিয়ামে ১৪৭ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা হয়েছে এই সময়ে।

বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকেরা তাদের দাবি নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসুচি পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উৎপাদন বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকল চালু, খালিশপুর ও দৌলতপুর জুটমিল, চট্টগ্রামের কেএফডি, আর আর এবং সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুটমিল এ বকেয়া বেতনসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসুচি পালন করে শ্রমিকেরা। এছাড়া পরিবহন শ্রমিকেরা গণপরিবহন চালুর দাবিতে এবং বছরের নভেম্বর মাসে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে এবং রাজধানীসহ সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। বছরের শেষের দিকে পোশাক শ্রমিকেরা দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতির কারণে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসুচি পালন করে।উল্লেখ্য যে, এ বছর শ্রম আইনে তেমন কোন পরিবর্তন বা সংশোধন পরিলক্ষিত হয়নি।

গাজীপুরের সবচেয়ে পুরনো গার্মেন্টসগুলোর মধ্যে স্টাইল ক্রাফট গার্মেন্টস একটি। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে না পেরে কারখানা ও অফিস বন্ধ করে রেখেছিল পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রায় ৪৫০০ শ্রমিক নিয়োজিত এই স্টাইল ক্রাফট গার্মেন্টস। এ কোম্পানির শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা প্রায় ১০ মাস ধরে বেতনসহ, ঈদের বোনাসও পাচ্ছিলেন না। অবশেষে চলতি বছরের আগস্ট মাসে বকেয়া বেতন পরিশোধের শর্তসাপেক্ষে স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়ান লিমিটেড নামক এ দুটি গার্মেন্টস খুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধে এখনও কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নি। এ দাবিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে পুরো বছর জুড়েই মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। এছাড়া গাজীপুরে চলতি বছরে হঠাৎ করেই দুটি গার্মেন্টস কারখানা বিনা নোটিশে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেখানে কর্মরত মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৮০০০

জন। শ্রমিকদের নিকট থেকে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দিনই কারখানা বন্ধ ঘোষনা করা হয়। সেদিনই বিক্ষিপ্ত শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

বছরটিতে উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্নি দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়,যেগুলোর মধ্যে ৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাসেম ফুডস কারখানায় অগ্নিকান্ড অন্যতম। কারখানার আগুনে পুড়ে প্রায় অর্ধ-শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। অগ্নিকান্ডের ঘটনার তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি না থাকা, শিশু শ্রমিক নিয়োগ, প্রশিক্ষিত অগ্নিনিবার্পনে জনবল না থাকা এবং ফায়ার সার্ভিসের এনওসি না পাওয়াসহ নানা অনিয়ম এর কথা উল্লেখ করা হয়।

চলতি বছরে গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ তাঁর ১৫৯ জন দক্ষ কর্মচারীদের চাকরি হতে অপসারণ করে। গত বছর "স্বেচ্ছা অবসর স্কিম (ভিআরএস)" নেওয়ার আহ্বান জানালে এই স্কিমের আওতায় গ্রামীণফোনের প্রায় একশ কর্মী চাকরি ছাড়েন। এ বছরের ৩ জুন আবারও এই স্কিমে চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সবাই এই প্রস্তাবে রাজী না হলেও একবারেই ১৫৯ জন কর্মীকে ২০ জুন ই-মেইলের মাধ্যমে নোটিশ পাঠিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ছাঁটাই করে গ্রামীনফোন। তৎক্ষণাৎ গ্রামীণফোন এর সকল এমপ্লইরা এই ছাঁটাই এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব এর সামনে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় ।

টানা লকডাউনের কারণে বছরটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং আর্থিক সংকটের মুখে পরেছিল সড়ক ও নৌ-পরিবহনের শ্রমিকেরাও। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মোবাইল আর্থিক পরিষেবা যেমন- বিকাশ, রকেট এবং নগদের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এতে তাদের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও লাঘব হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

©The World Economic Forum

২০২১ সালে সরকার দেশের মোট ৮৪৫১ মেগাওয়াটের উৎপাদন ক্ষমতার ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাদ দিয়েছে, যা পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বছরটিতে পার্বত্য এলাকায় অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ধস অন্যান্য বছরের চেয়ে কম ছিল। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ৭.২৭ কোটি চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সে জন্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ৯,৪০০ একর জমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন এবং সারা দেশে ১,৮০২ কিলোমিটার স্ট্রিপ গার্ডেনিং এর মাধ্যমে গাছের চারা রোপণ করা হবে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী দেশগুলোর জবাবদিহিতা আদায়ের উদ্যোগ ও বৈশ্বিক

প্রেক্ষাপটে জলবায়ু সংক্রান্ত লড়াইয়ের জন্য ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ নেতৃত্বের জায়গায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও প্রকৃতিভিত্তিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য অভিযোজন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্লান ২০৩০' চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে, বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে গত ১৫ বছরে (২০০৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে) প্লাস্টিকের ব্যবহার ৩ গুণ বেড়েছে। ২০২০ সালে ৯ লাখ ৭৭ হাজার টন প্লাস্টিকের ব্যবহার হলেও তার মধ্যে মাত্র ৩১ শতাংশ পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। বাকিগুলো ভাগাড়, নদী, খাল, ড্রেন ও যত্রতত্র ফেলা হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ টন প্লাস্টিক বাংলাদেশ থেকে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। যার ফলে আমাদের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রবেশের কারণে শুধু সামুদ্রিক জীবন নয়, মানবস্বাস্থ্যের ওপরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। ১৯৯৫ সালের পর ঢাকায় ৪০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে যা ২৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। গতবছরে রাজধানী ঢাকা শহরে বায়ু দূষণ ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে বলে একটি যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষকেরা বলছেন, ঢাকার এমন বায়ু স্বাস্থ্যের ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। ফুসফুসের নানা রোগ, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন জটিলতায় পড়ছে ঢাকাবাসী।

© *Discovery Bangladesh*

বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় বর্ষাকাল আসছে আরও বেশি বৃষ্টি, আরও বেশি বিপদ নিয়ে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস জার্নালে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণা বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের এ ধারণাকে আরও দৃঢ় করেছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশবিজ্ঞানীরাও বলছেন, এদেশেও বর্ষাকাল বদলে যাচ্ছে। এদেশে বৃষ্টিপাত বাড়লে তাতে লাভই বেশি হবে, অনেক বিপন্ন নদী নাব্য ফিরে পাবে। আবার বৃষ্টির ফলে স্বাদু পানির সরবরাহ বাড়লে লবণের পরিমাণ কমে যাবে। এছাড়া বহু বছর ধরে উপকূলীয় কৃষকদের জন্য অভিশাপ ছিল মাটির অতিরিক্ত লবণাক্ততা। সেই লবণাক্ত মাটি থেকেই এখন ফসল (যেমনঃ তরমুজ ও সূর্যমুখী চাষ) ঘরে তুলছেন উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষক। বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইনডিজেনাস নলেজ এর হিসাবে গত এক যুগে কৃষকরা নিজেরাই দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষম ৩৫টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলোর বেশিরভাগই অবশ্য মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে।

দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ এর ৪৯ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এয়ারগান ব্যবহার বা বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সুন্দরবনে একশ কুমির অবমুক্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে একটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙের দেখা মিলেছে, এই নতুন প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে ফ্রাইনোগ্লোসাস সোয়ানবরনোরাম। নিউইয়র্কভিত্তিক ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬২ টি ডলফিন ও ৬ টি তিমি মারা গেছে। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সাল থেকে গত ১৭ বছরে মানুষের হাতে হত্যার শিকার হয়েছে ১১৮ টি হাতি। গতবছর দেশের বিভিন্ন এলাকায় হত্যা করা হয় আরও নয়টি হাতি। মানুষ-সৃষ্ট কারণে বহু হাতি মারা গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। সম্প্রতি বন্য হাতি মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পেছনে এটি একটি বড় কারণ। প্রকৃতি বিধ্বংসী কর্মকান্ডের কারণে দেশে হাতি, বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হুমকির মুখে। এ অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'বঙ্গবন্ধু কনজারভেশন করিডোর' নামে নিরাপদ করিডোর তৈরি করবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ভারত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাসালং, সাঙ্গু হয়ে মিয়ানমার পর্যন্ত এশীয় হাতি ও বেঙ্গল টাইগারের জন্য আন্তঃদেশীয় নির্বিঘ্ন চলাচলের পথ বা করিডোর তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এতে তিন দেশের হাতি ও বাঘের খন্ডিত আবাসস্থলগুলোর ভেতর সংযোগ তৈরি হবে।

গতবছর সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ব্যাটারি প্রস্তুতকারী ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, ব্যাটারি ভাঙ্গা বা আগুনে গলানোর কার্যক্রম, অকার্যকর ব্যাটারি পণ্য নিরাপদ পরিত্যজন ব্যবস্থপনা ইত্যাদি সম্পর্কিত নির্দেশ জারি করেছে। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রনীত গেজেট দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে **Single-Use Plastic** ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। গতবছর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় শিল্পের জন্য **EIA** নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।